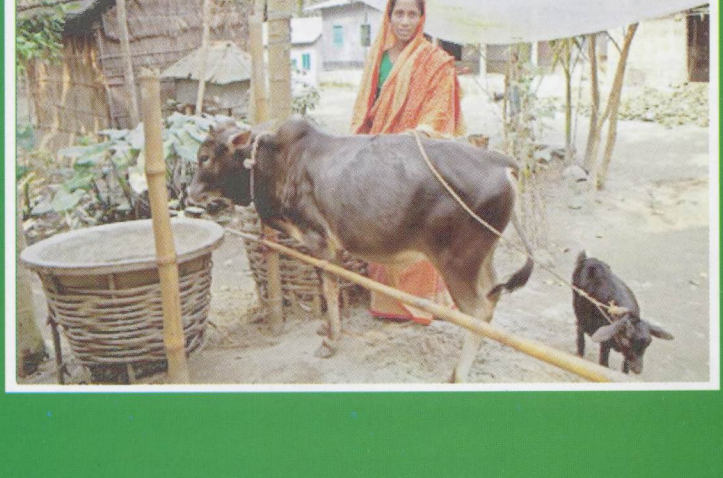

ডিজাষ্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন লাইভষ্টক সেক্টর প্রকল্প (ডিসিআরএমএল) (সিডিএমপি ২ / ডিএলএস অংশ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ।

ভূমিকা

ডিজাষ্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন লাইভষ্টক সেক্টর (ডিসিআরএমএল) প্রকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন কমপ্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২) এর আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি প্রকল্প। সিডিএমপি-২ বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), ইউকেএইড (UKaid), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), নরওয়েজিয়ান এম্বাসি (Norwegian Embassy), সিডা (SIDA) এবং অসএআইডি (AusAID) এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি জাতীয় কর্মসূচী। ডিসিআরএমএল প্রকল্পটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ ২টি জেলা, উপকূলীয় অঞ্চলের ১২ট জেলা (জলাবদ্ধ এলাকা সহ) আকস্মিক বন্যা প্রবন এলাকার পাঁচটি জেলা এবং বন্যা প্রবন এলাকার ১২টি জেলা (জলাবদ্ধ এলাকা সহ) অর্থাৎ মোট ৩১টি জেলার ৫০টি উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে উপযোগী অভিযোজন কলা-কৌশল গ্রহনের মাধ্যমে ঐ সকল কলা-কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১.দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে দূর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করা। ফলশ্রুতিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

২. যোগাযোগ পদ্ধতি শক্তিশালীকরণঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি নেটওয়ার্ক এর বিস্তৃতির মাধ্যমে জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের কার্য্যক্রমকে শক্তিশালী করা। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও তার সহযোগী সংস্থাকে দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা।

৩. দুর্যোগ প্রস্তুতির মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বিষয়ে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধনকে সহজসাধ্য করাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পকে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সংস্থার জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো তৈরী করা।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য মানান সই প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং চলমান কার্যক্রম পুনঃর্বিবেচনা করে বিভিন্ন বিকল্প সমূহের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুকিঁ কমিয়ে আনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাংলাদেশস্থ দুর্যোগের ঝুঁকিপ্রবন এলাকায় সম্প্রসারণ যোগ্য ঘাস, প্রাণিসম্পদ, জৈবশক্তি এবং জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় দূর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের অবস্থার উন্নয়ন করা। দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বিত কৌশল, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী

গ্রহন করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে কাঠামোগত ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো। এ লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিযোজনে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দূর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের কাছে পৌছানো। প্রতিষ্ঠানগুলো হল-বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC), বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO), মৎস্য অধিদপ্তর (DoF) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ ঃ

ভবিষ্যতে দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিজোযনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পোল্ট্রি ও গবাদি পশু খামারীগনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের সময় খামারীগনকে দূর্যোগ মোকাবেলা করার নানা কলা কৌশল সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি

জলবায়ু উপযোগী ঘাস চাষ ও অন্যান্য প্রাণিখাদ্য তৈরীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলো হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ৩১টি জেলার মধ্য থেকে ১০টি নির্বাচিত জেলার ১০টি উপজেলায় অতি ঝুঁকিপূর্ণ ১টি করে গ্রামকে দুর্যোগ মোকাবেলা ও অভিযোজন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাছাই করা হয়েছে। ঐ সকল নির্বাচিত গ্রামে প্রাণিস্পদ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমবায় একটি টিম গঠন করে সমন্বিত ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসন এ কাজে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করবেন। আলাপ -আলোচনা ও Base Line Survey এর মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করার প্রক্রিয়া গ্রহন করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত ৩ (তিন) বিভাগ উপকারভোগীগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করবেন। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ বিভাগ প্রানিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর টিকাপ্রদান, ঘাস চাষ ও অন্যান্য পশু খাদ্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণ, বাসস্থান দূর্যোগঝুঁকি মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়নের সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ১০টি মডেল গ্রাম বাদে দেশের নির্ধারিত ৩১টি জেলার মোট ৫০টি উপজেলায়

দূর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অন্যান্য সকল কার্যক্রম DCRMLP এর মাধ্যমে আরো জোরদার করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

প্রকল্পের আউটপুট/কাংখিত ফলাফল ঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কার্যোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি করা।
জলবায়ু বিষয়ক তথ্য সঞ্চালন, দূর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে পরিবর্তন জনিত অভিযোজন প্রভৃতি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি। উপকুলীয় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার অবস্থা, বিপদাপন্নতা মানিয়ে নেয়ার স্থানীয় কৌশল, অভিযোজন কলা-কৌশল ও চাহিদা নিরুপণ।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের অতীত ও ভবিষ্যত ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং স্থান নির্দিষ্ট ও কারিগরীভাবে উপযোগী অভিযোজন প্রস্তাবনা তৈরী করা।
স্থানীয় জনগোষ্ঠির সাথে অংশগ্রহণমূলকভাবে কার্যোপযোগী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজ দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক কলাকৌশল তৈরি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবায়ন করা ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল তৈরী করা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সরকারের পরিকল্পনার মূল ধারায় সংযোজনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা- পর্যালোচনা করা।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠি ঃ দুর্যোগ প্রবন ও জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা জনসাধারন / খামারীদের নিয়ে প্রকল্পটি কাজ করছে।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ প্রকল্পটির ২য় পর্যায় ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কাজ করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় এই প্রকল্পটি কাজ করছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক সহযোগীতার জন্য সিডিএমপি-২ এর ম্যানেজমেন্ট ইউনিট কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একটি টেকনিক্যাল ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। বর্তমানে প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের অধীন একজন ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, প্রকল্প কর্মকর্তা এবং বার্তাবাহক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা

প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা সমূহ	জেলা	উপজেলা
খরা প্রবণ এলাকা	চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ	নাচোল
	রাজশাহী	গোদাগাড়ী
উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা (জলাবদ্ধ এলাকা সহ)	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া, মহেশখালী
	নোয়াখালী	সূবর্ণচর, হাতিয়া
	লক্ষ্মীপুর	রামগতি, রায়পুর
	বরগুনা	আমতলী, পাথরঘাটা
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া
	পিরোপজুর	পিরোজপুর সদর, ভান্ডাড়িয়া
	ভোলা	ভোলা সদর, লালমোহন, দৌলতখান
	বাগেরহাট	ফকিরহাট, শরনখোলা
	খুলনা	দাকোপ, তেরোখাদা
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর
	চট্রগ্রাম	সন্দ্বীপ
	বরিশাল	আগৈলঝাড়া
বন্যা প্রবণ এলাকা (জলাবদ্ধ এলাকা সহ)	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, চিলমারী
	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, শিবালয়, দৌলতপুর
	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং
	রংপুর	গংগাচড়া
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর,
	জামালপুর	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, কামারখন্দ
	ঢাকা	দোহার, ধামরাই
	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ি
	যশোহর	মনিরামপুর
	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া, কোটালিপাড়া
আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকা	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং
	নেত্রকোনা	খালিয়াঝুড়ি,
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ

-ঃ যোগাযোগ করুন ঃ-

ডিজাষ্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন লাইভষ্টক সেক্টর প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৮-০২-৯১৩৬০৭০,ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২৫১৮৩,
e-mail : dcrmlp@yahoo.com

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
Sida
Australian AID
UNDP Empowered lives. Resilient nations.